

০৭

## শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই সংস্কার দরকার

আলাউদ্দীন খান

বর্তমানের কথাই বলছি। একজন মধ্যবৃত্ত অভিব্যক্তকে আফসোস করে বলতে শুনেছি তার শিশু কন্যা স্কুল থেকে ফিরে মুখ ভার করে থাকে। একদিন দুইদিন দেখার পর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অভিব্যক্ত কৌশলে মেয়েকে প্রশ্ন করে জানলেন যে, মেয়েটির আরবী বই নাই বলে শিক্ষক তাকে একদিন চপেটাঘাত করে ও দ্বিতীয় দিন বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে রেখে অপদস্থ করেছেন। বইটি বাজারে তখন সহজপ্রাপ্য ছিল না। এ জন্য ঐ শিশুটি দায়ী ছিলো না। তার উপরে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হলো কেন?

আরেকটি ঘটনা বলি। একদিন এক শিক্ষিকা কোন এক কৃষি কর্মকর্তার নিকট মশা মারার জন্য কীটনাশক পাউডার চেয়ে ব্যর্থ হয়ে স্কুলে গিয়ে উক্ত অফিসারের শিশু ছেলেকে মারধোর করেন। ঘটনাটি সত্য। ঐ স্কুলের অন্য একজন শিক্ষিকা কথাগুলো বলেছেন। একজন শিক্ষিকা মায়ের জাতের একজন হয়ে বিরূপ মানসিকতায় এমনটি করতে পারেন? এসব ঘটনা ব্যতিক্রমী মনে হতে পারে, তবে এমন হাজারো ঘটনা বাস্তবে প্রত্যাহ ঘটে যাচ্ছে। যেহেতু আমরা মধ্যবিত্তরা উপায়ান্তর না পেয়ে সহ্য করতে করতে এগুলোকে এখন গা সহ্য করে ফেলেছি, সেহেতু এখন এসব ঘটনা সামান্য হয়ে হয়ে অবশেষে হিসাবের খাতা থেকে বাদ পড়েছে। কিন্তু এমন ঘটনা ছাত্র-ছাত্রীর মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে তার ফলশ্রুতি সামান্য নয়। শিক্ষকতার জন্য সদাচারণ, ন্যায়-নিষ্ঠা, অমায়িক ব্যবহার ও সুবিচারের দৃষ্টিভঙ্গি একান্তভাবে অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে এসব সত্য রূপকথা হতে বসেছে। কিন্তু স্কুলে দেখেছি থানা ও মহকুমার প্রসংগ যেখানে মৃত সেখানে সমাজ

পড়াতে গিয়ে থানা ও মহকুমাই পড়ানো হচ্ছে এবং তার উপরে পরীক্ষার প্রশ্নও হচ্ছে। 'ভেবেছিলাম' হয়তো ইতিহাসের প্রসংগে পড়ানো হচ্ছে আগে ছাপানো বই অনুযায়ী। 'ভাবলাম', 'নিশ্চয়ই' শিক্ষক উপজেলা সম্বন্ধে তাদের মৌখিকভাবে বলে দিয়ে থাকবেন। কিন্তু ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম, উপজেলা সম্বন্ধে শিক্ষক ঘৃণাক্ষরেও কিছু বলেননি— ফলে ছাত্ররা উপজেলা সম্বন্ধে কিছু জানেনি, শিখেনি।



কিছু কিছু স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাসমূহের উত্তরপত্র পরীক্ষার পর অভিব্যক্তদের দেখবার জন্য দেয়া হয় না। অভিব্যক্তদের তাদের সম্ভানদের অগ্রগতি দেখবার বা বুঝবার প্রশ্নটি সর্বস্বীকৃত প্রসংগ। এখানে উত্তরপত্র

তাদের না দেখানোর কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে না। অধিকাংশ স্কুলসমূহে অধিকাংশ বিষয়ে এখন শুধু ছাত্রদের পড়া দেওয়া হয়— আর সময় সুযোগ পেলে পড়া নেওয়া হয়, সত্যিকার অর্থে পড়ানো হয় না। শিক্ষকগণ, ব্যক্তিগতভাবে, বিভিন্ন কারণে অর্থের প্রয়োজনে শিক্ষা দেওয়ার টোল খুলে বসেছেন, তাদের মনোযোগ বিশেষ করেই ঐ টোলের অবস্থার উন্নতির দিকে। এমনকি এসব টোলের অন্তর্ভুক্ত না হলে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন গণ্ডনার শিকার হতে হয়, পরীক্ষায় ভাল ফল লাভ সম্ভব হয় না। কুফলের দিকটা বাদ দিয়ে দেখলে বর্তমানে অবশ্য গৃহ-শিক্ষকতা শিক্ষার জন্য বিরাট অবদান রাখছে। ছাত্ররা স্কুলে যা পাচ্ছে না তা অন্তত গৃহ-শিক্ষকের কাছে পাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ক'জন অভিব্যক্তের পক্ষে এর দায়ভার বহন করা সম্ভব? আর এতে কি শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে?

দেশে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের প্রশ্নে তৎপরতা চলছে। শিক্ষাব্যবস্থার মূল অবলম্বন বিদ্যালয় ভবন, শিক্ষক ও ছাত্র। ছাত্রের অভাব নেই, অভাব বিদ্যালয় ও শিক্ষকের। বিদ্যালয় ভবন ইত্যাদি অবকাঠামোর উন্নতি হচ্ছে বটে কিন্তু যোগ্য শিক্ষকের অভাব দূর হচ্ছে না। সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে ঐখানে।

অর্থের অভাব ছিল, পরিবেশ পরিষ্কৃতি অনুকূল ছিল না কিন্তু তন্মধ্যেও যতটুকু শিক্ষা এদেশে অর্জিত হয়েছিল তার মূল্যমান ছিল। তখনকার শিক্ষকদের ত্যাগী ভূমিকার ফসল কতজটিলে আমরা ভোগ করে যাচ্ছি। তার মানে বাপ-দাদাদের উৎপন্ন গাছের ফল আমরা পরম তৃপ্তির সাথে ভোগ করছি বটে কিন্তু আমাদের পরবর্তীদের ভোগের জন্য আমরা আর ফলগাছ লাগাচ্ছি না।

দেশের ভবিষ্যতের জন্য এর সংশোধন প্রয়োজন। পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা পদ্ধতি,

পাঠ্যক্রম ইত্যাদি যতই সংশোধন না কেন, এসব যাদের মাধ্যমে হবে তাদের সংশোধন সর্বোচ্চ তা না হলে সমস্যা সমস্যাই যেমন পরীক্ষা পদ্ধতিতে সিস্টেম একটি উন্নততর পদ্ধতি শিক্ষকের সততা ও যোগ্যতার থাকলে উক্ত পদ্ধতি লেজে-গোঁথে যেতে পারে।

উপরোক্ত প্রেক্ষিতে সরাসরি শিক্ষার সুপারিশ করতে হয় শিক্ষকগণ যাতে গৃহশিক্ষক ব্যবসায় ধাবিত না হয় তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার নিশ্চয়তার ব্যবস্থা হবে।

দ্বিতীয়তঃ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি যথাযথ প্রশিক্ষণে শিক্ষক করে গড়ে তুলতে হবে তৃতীয়তঃ শিক্ষক নিয়োগে প্রবণতাসমৃদ্ধ যোগ্য সৈদিকে কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

চতুর্থতঃ সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নে কঠোর দায়িত্ব পালনের পরিদর্শন ও তদারকির আন্তরিকতার সাপেক্ষতঃ রাজনৈতিক দৃষ্টি হই তৎজনা উর্ধে রাখতে হবে।

জনসমর্থন না হলে দিন-উৎপাদন সকলে সচেতন প্রয়ো

শুন  
যে  
ম  
নে  
নে  
অ  
ফু  
খা  
ব্যা  
জ  
চ  
শো  
অন  
অপ  
মনে  
যুব  
করা  
আম  
পারি  
ব্যর্থ  
নিতে  
নিবন্ধ  
দুঃখজন  
সম্পর্কে  
আলোচ  
মনে হ  
ছেলেটি  
উল্লেখ ক  
কোনোর  
কোন কা  
অশিক্ষিত  
হাত তুল  
অবিস্বাস্য  
কিন্তু ঘটনা  
থানায় মামত  
গ্রেফতার হ  
আমি জানি  
পুত্র সিরাজ